মাঠে - ময়দানে

কোন পথে নর্থ-ইস্ট !

স্টাফ রিপোর্টার: প্রশ্ন জাগছে। কি প্রশ্ন! আইএসএলের মূল আট দলের মধ্যে আপাতত নর্থ-ইস্ট একমাত্র দল যারা সফলতার স্বাদ পায়নি। ফাইনালে জয় তো দূরের কথা তারা যে আপাতত শেষ চারে যাবার রাস্তাই খুঁজে পায়নি। অথচ তাঁদের পারফরম্যান্স যে খুব খারাপ ছিল তেমন নয়। বরং তাদের শুরু ছিল অন্য দলের থেকে অনেক বেশি ইতিবাচক। পাহাড়বাসীরা প্রত্যেক বছরই বুকে আশা চোখে স্বপ্ন নিয়ে মাঠে ভরিয়েছেন। আর ফিরে গিয়েছেন খালি হাতে। আইএসএলের ইতিহাসে এমনটাই নর্থ-ইস্টের রাস্তা। এ মরশুমেও সাতোরির দল শুরু করেছে ইতিবাচকভাবে। কিন্তু কোথাও যেন আবার আশঙ্কার জন্ম নিচ্ছে। কারণ ভাল শুরু করেও তারা শেষ চারে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের জায়গা পাকা করতে পারেনি। এই মুহূর্তে সাতোরির ছেলেরা ১৪ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলের চতুর্থ স্থানে দাঁড়িয়ে। কিন্তু মুশকিল হল তাদের ঠিক ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে এক নয় দুটি দল। এটিকে এবং জামশেদপুর। এই দুই দল পয়েন্টের নিরিখে একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে। গোল বেশি দেওয়ার ক্ষেত্রে জামশেদপুরের স্থান এটিকের থেকে এক ধাপ এগিয়ে। তৃতীয় স্থানে গোয়া। সাতোরির দল কোথাও যেন নিজেদের অচেনা রাস্তায় ঠেলে দিয়েছে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে পরপর চার ম্যাচে জয় আসেনি। স্বভাবতই চাপ আসছে সাতোরির। আমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে এখন। প্রত্যেকটা ধাপে উন্নতি করতে হবে। নিজেদের কাজটা করতে পারলেই শেষ চারে যাওয়া যাবে। আর সে জন্যেই প্রতিটা ম্যাচ আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জেতা ছাড়া পথ নেই জানিয়েছেন নর্থ-ইস্ট কোচ এলকো সাতোরি। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, আমাদের নিচে জামশেদপুর এবং এটিকে রয়েছে। আশা করি ওরা পয়েন্ট নষ্ট করবে। মুম্বই থেকে অনেকটা ইঙ্গিত কিন্তু পাওয়া যেতে পারে। নর্থ-ইস্ট আদতে কোন দিকে এগোবে! দিল্লি, কেরালা, চেন্নাইয়ের দিকে নাকি ওপরের দিকে থাকা মুম্বইয়ের দিকে। এবার প্রশ্নটা দাঁড়িয়ে কি সেখানেই, সাতোরি কি পারবেন নর্থ-ইস্টের ব্যতিক্রমী কোচ হয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছতে। নাকি পুরনো রাস্তায় ফিরে যাবেন। সেই উত্তর পেতে আপাতত চার ম্যাচের অপেক্ষা।

এটিকে'কে প্লে-অফের স্বপ্ন দেখাচ্ছে এডু গার্সিয়া

স্টাফ রিপোর্টার: কালু উচে চোটের কবলে পড়ার পর থেকেই লাংজারোতিকে নিয়েই আশায় বুক বেঁধেছিলেন সমর্থকেরা। লাংজা কখনও প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হয়েছেন, কখনও বা আবার হননি। আসলে ফুটবল তো একটি টিম গেম।

আর মাঝমাঠ থেকে আক্রমণভাগে তাঁকে সহায়তা করার ফুটবলারের অভাবটা বড্ড বেশি করে চোখে পড়ছিল। সেই জায়গা ভরাট করতে হাজির আর এক স্প্যানিশ মিডিও এডু গার্সিয়া। ২৫ জানুয়ারি কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে এটিকের হয়ে অভিষেক ম্যাচেই নিজের জাত চেনালেন। লাংজা মাঠে ছিলেন না, কিন্তু তাঁর অভাব অনেকটাই ঢেকে দিলেন গার্সিয়া।

একক দক্ষতায় ফ্রি-কিক আদায় করলেন। আর তত্ত্বোকিক বেশি বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে মানব প্রাচীরের তলা দিয়ে বল জড়ালেন জালে। পরের ম্যাচের প্রতিপক্ষ ছিল জামশেদপুর এফসি। লাংজাকে পাশে পেয়ে এডু যেন আরও ধারালো। বারবার প্রতিপক্ষের ডিফেন্সে ত্রাস সৃষ্টি উঠলেন। তার প্রমাণ খেলার দু'মিনিটেই পাওয়া গেল। মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে চোরা গতি বাড়িয়ে এঁকেবেঁকে পৌঁছে গেলেন বিপক্ষ বক্সে। মারাত্মক কিছু ঘটার আগেই অবৈধভাবে আটকে দিলেন ধনচন্দ্র সিং। আর সেই ফ্রি-কিক থেকে অনবদ্য গোল লাজারা। দুই স্প্যানিশ মিডিওর সার্থক যুগলবন্দি। খেলার ৩২ মিনিটেও প্রায় একই ছবি। আবার একক দক্ষতায় গার্সিয়ার ফ্রি-কিক আদায় আর সেই ফ্রি-কিক থেকে লাজারোতির গোল। জমে উঠেছে দুই স্প্যানিশ ফুটবলারের মিলজুল। মাত্র দু'ম্যাচেই সমর্থকদের এতটা ভালবাসা পেয়ে যাবেন বোধহয় নিজেও ভাবতে পারেননি গার্সিয়া। সেটাই ঘটেছে। সম্পূর্ণ নিজের গুণেই। তাঁর খেলার স্টাইল, খেলা চলাকালীন বুদ্ধিপ্রয়োগের স্বাভাবিক ক্ষমতা এবং তাঁর গতি। সবমিলিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন সমর্থকদের নয়নের মণি।

আর লাজার সঙ্গে তাঁর যুগলবন্দির উপর ভর করেই সমর্থকরা স্বপ্ন দেখছেন প্লে-অফের। এডু যদি এই ফর্ম সামনের দিনগুলোতে ধরে রাখতে পারেন, তাহলে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, ২০১৮-১৯ আইএসএলের প্লে-অফের দরজাতে বেশ জোরালোভাবেই কড়া নাড়তে চলেছে এটিকে।

বিরল রেকর্ড ছুঁলেন অ্যাঞ্জেলো পেরেরা

কলম্বো, ৫ ফেব্রুয়ারি: প্রায় দু'শো বছরের ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটের ইতিহাসে এর আগে একজনই মাত্র এমন কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিলেন। তাও সেটা আট দশক আগে। শ্রীলঙ্কার তরুণ ক্রিকেটার অ্যাঞ্জেলো পেরেরা সেই বিরল রেকর্ড ছুঁয়ে চমকে দিলেন ক্রিকেটবিশ্বকে। ক্রিকেটার হিসাবে একটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে জোড়া ডাবল সেঞ্চুরি করলেন পেরেরা। সুপার এইটের ম্যাচে ননডেসক্রিপ্টস ক্রিকেট ক্লাবকে নেতৃত্ব দিতে নেমে ২৮ বছরের অ্যাঞ্জেলো সিংহলজি স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে দুই ইনিংসেই ডাবল সেঞ্চুরি করেন। প্রথম ইনিংসে ২০৩ বলে ২০১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন পেরেরা। দ্বিতীয় ইনিংসে করেন ২৬৮ বলে ২৩১ রান। অর্থাৎ প্রথম ইনিংসে তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ৯৯.০১ এবং দ্বিতীয় ম্যাচে ইনিংসে ৮৬.১৯। এমনটা নয়, কোনও পিছনের সারির দলের বিরুদ্ধে এমন দুরন্ত ব্যাটিং করেন শ্রীলঙ্কার হয়ে ৭টি একদিনের ম্যাচ ও ২টি টি-২০ খেলা পেরেরা। বরং সিংহলিজের বোলিং আক্রমণ ছিল সমীহ করার মতো। তাদের বোলিং লাইনআপে নাম ছিল ধামিকা প্রসাদ, সচিত্রা সেনানায়কের মতো আন্তর্জাতিক তারকার। এর আগে ১৯৩৮ সালে আর্থার ফ্যাগ কাউন্টি ক্রিকেট এসেক্সের বিরুদ্ধে কেন্টের হয়ে একই ম্যাচে ২৪৪ ও ২০২ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৩ বছর। সুতরাং ৮১ বছর পর সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে বিরল নজির গড়ে ফেলেন পেরেরা।

প্রথম একাদশে থাকছেন দুই ভাই

ওয়েলিংটন, ৫ ফেব্রুয়ারি: এই প্রথমবার, বুধবার ওয়েলিংটনের ওয়েস্ট প্যাক স্টেডিয়ামে জাতীয় দলের হয়ে প্রথমবার একইসঙ্গে খেলতে দেখা যাবে হার্দিক পান্ডিয়া ও ক্রুণাল, দুই ভাইকে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-২০ ম্যাচ তাই পান্ডিয়া ভাইদের কাছে হতে চলেছে স্মরণীয়। ভারতীয় ক্রিকেটে অতীতে এই দৃশ্য দু'বার দেখা গিয়েছে। মহিন্দর অমরনাথ ও সুরিন্দার অমরনাথ, ইরফান পাঠান ও ইউসুফ পাঠানের পর হার্দিক ও ক্রুণাল থাকতে চলেছেন তালিকার তিনে। মহিন্দার-সুরিন্দারদের বাবা লালা অমরনাথও অবশ্য খেলেছেন দেশের হয়ে। ভারতের হয়ে প্রথম সেঞ্চুরিও লালা অমরনাথের। তিনি ২৪টি টেস্ট খেলেছিলেন। মহিন্দার ও সুরিন্দার যথাক্রমে ৬৯টি ও ১০টি টেস্ট খেলেন দেশের হয়ে। ১৯৮৩ সালে ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের বড় ভূমিকা ছিল মহিন্দারের। তিনি ৮৫টি একদিনের ম্যাচও খেলেছেন। ইরফান পাঠান আবার দেশের হয়ে ২৯টি টেস্ট, ১২০টি একদিনের ম্যাচ ও ২৪টি টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন। তাঁর দাদা ইউসুফ পাঠান দেশের হয়ে ৫৭টি একদিনের ম্যাচ এবং ২২টি টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন। হার্দিক ও ক্রুণাল আগেই একসঙ্গে জাতীয় দলের হয়ে খেলতে পারতেন। কিন্তু ইংল্যান্ডে টি-২০ সিরিজ স্কোয়াডে থাকলেও ক্রুণালকে কোনও ম্যাচে খেলানো হয়নি। হার্দিক যদিও সিরিজের তিন ম্যাচেই খেলেছিলেন। ক্রুণাল আবার অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজের প্রত্যেক ম্যাচেই খেলেছিলেন। হার্দিক চোটের জন্য সেই সিরিজে ছিলেন না। এবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে দু'জনেই আছেন স্কোয়াডে। টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রে খবর, দুই ভাই থাকছেন প্রথম একাদশে।

জুনিয়রদের সুযোগ দিয়ে, ধোনিকে বিশ্রাম দেওয়া হোক : সানি

ওয়েলিংটন, ৫ ফেব্রুয়ারি: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে জুনিয়রদের দেখে নেওয়ার পক্ষপাতী সুনীল গাভাসকর। আর তাই মহেন্দ্র সিং ধোনিকে তিনি দেখতে চাইছেন না প্রথম একাদশে। ওয়েলিংটনে টি-২০ সিরিজে প্রথম ম্যাচ বুধবার শুরু হচ্ছে। সেই ম্যাচের ব্যাটিং অর্ডারে সুনীল গাভাসকর ১১ জনের নাম বলেছেন, তাঁরা হলেন রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান, ঋষভ পন্থ, ভজনীয় গিল, দীনেশ কার্তিক, হার্দিক পান্ডিয়া ও ক্রুণাল পান্ডিয়া। বোঝাই যাচ্ছে, ধোনিকে বিশ্রাম দেওয়ার পক্ষে গাভাসকর। দেশে ফিরেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের একদিনের সিরিজ রয়েছে। তার আগে রয়েছে দুটো টি-২০ ম্যাচ। ২০১৮ সালে শুরুটা খুব খারাপ গেছে ধোনির। কিন্তু বছরের শেষে তিনি ছন্দে ফিরেছেন। অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডেও একদিনের সিরিজে রান পেয়েছেন। যার মধ্যে টানা তিনটি অর্ধশতরানও রয়েছে। পাশাপাশি উইকেটের পিছনেও থাকছেন ভরসাযোগ্যভাবে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে শেষ ম্যাচে জেমস নিশামকে যেভাবে রান আউট করেছেন, তা সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছে।

সুইচ হিট অনুশীলন করলেন ঋষভ

ওয়েলিংটন, ৫ ফেব্রুয়ারি: দলের সঙ্গে যোগ দিলেন ঋষভ পন্থ। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে তিনি ছিলেন না। অস্ট্রেলিয়াতেও একদিনের সিরিজে ঋষভকে দলে রাখা হয়নি। কিউয়িদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজে অবশ্য দলে আছেন তরুণ উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান। বুধবার ওয়েলিংটনে সিরিজের প্রথম ম্যাচ। তাই দীর্ঘক্ষণ অনুশীলন করলেন তিনি। নেটে সুইচ হিট মারতে দেখা গেল ঋষভকে। প্রাক্তন ইংরেজ ব্যাটসম্যান এবং অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নারকে এক্ষেত্রিকবার সুইচ হিট মারতে দেখা গেছে। এবার ঋষভ পন্থও সুইচ হিটের উপর জোর দিলেন। বিসিসিআই ট্রাইটারে একটি ভিডিও পোস্টে সেটি দেখা গিয়েছে। এছাড়াও অনুশীলনে ছিলেন দীনেশ কার্তিক, বিজয় শঙ্কর, হার্দিক পান্ডিয়া, কুলদীপ যাদব, মহেন্দ্র সিং ধোনি, রোহিত শর্মারা। সিরিজের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ম্যাচ যথাক্রমে অকল্যান্ড ও হ্যামিলটনে। বিরাট নেই। অধিনায়কত্ব করবেন রোহিত। একদিনের সিরিজটা ৪-১ ব্যবধানে জিতে নেওয়ার পর ভারতীয় দল আত্মবিশ্বাসী। টি-২০ সিরিজ পকেটে পুড়তে মরিয়া রোহিতরা।

বিশ্বকাপে সরফরাজই অধিনায়ক, জানালেন পিসিবি চেয়ারম্যান

পাকিস্তান, ৫ ফেব্রুয়ারি: যাবতীয় জল্পনা উড়িয়ে দিলেন পিসিবি'র চেয়ারম্যান এহসান মানি। তিনি জানিয়ে দিলেন, বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অধিনায়ক থাকবেন সরফরাজ আহমেদই। গত মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে প্রোটিয়া অলরাউন্ডার অ্যান্ডিল ফুলাকায়োর উদ্দেশে বর্ণবিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেছিলেন সরফরাজ। পরে তিনি ক্ষমাও চান। আইসিসি তাঁকে চার ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করে। এরপরই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড সরফরাজকে দেশে ফেরায় নির্দেশ দেয়। স্টপ গ্যাপ কোচ করা হয় শোয়েব মালিককে। সরফরাজ আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবেন মার্চের শেষে আবু ধাবিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে। এরপরই পাক ক্রিকেটে জল্পনা শুরু হয়। সরফরাজকে হয়ত বিশ্বকাপে অধিনায়ক নাও রাখা হতে পারে। এই জল্পনায় মঙ্গলবার জল ঢেলে দিলেন পাক ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান এহসান মানি। তিনি বলেছেন, সরফরাজ পাকিস্তান দলের অধিনায়ক। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে ও বিশ্বকাপে সরফরাজই থাকবে অধিনায়ক। পাকিস্তানের বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে সরফরাজ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ও নিজেকে প্রমাণ করেছে। ২০১৭ সালে সরফরাজের নেতৃত্বেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দল। সরফরাজ বলেন, বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দেব। যা সম্মানের। অনেক বিখ্যাত পাক ক্রিকেটাররা এই সম্মান পেয়েছেন। বিশ্বকাপে ভাল খেলার চেষ্টা থাকবে।

টি-২০ সিরিজ জিতে দেশে ফিরতে চায় ভারত

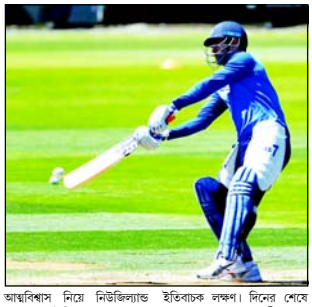

ওয়েলিংটন, ৫ ফেব্রুয়ারি: ভাগ্য সঙ্গ না দেওয়ায় অস্ট্রেলিয়া সফরের টি-২০ সিরিজ জেতা হয়নি ভারতের। বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়ায় ভারতের জয়ে। শেষ পর্যন্ত সিরিজ ড্র করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় ভারতকে। তবে প্রথমবার টেস্ট ও দ্বিপাক্ষিক ওয়ান ডে সিরিজ জিতে অস্ট্রেলিয়া ছেড়েছে টিম ইন্ডিয়া। পরে নিউজিল্যান্ড সফরে এসে একতরফা দাপট দেখিয়ে ওয়ান ডে সিরিজ পকেটে পুরেছে ভারত। এবার মেন ইন ব্লু'দের লক্ষ্য কিউয়িদের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ জেতা। বিশ্বকাপের আগে ওয়ান ডে ফরম্যাটে শেষবার প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পাবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হোম সিরিজে। নিউজিল্যান্ড থেকে ফিরেই অজিদের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের মহড়া সারবে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টি-২০ সিরিজ জিততে চাইছেন ভারতীয় দল। শিখর ধাওয়ান স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তারা জয়ের মোমেন্টাম নিয়েই দেশে ফিরতে চান এবং বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামাতে চান। ধাওয়ান বলেন, আমরা টি-২০ সিরিজ জিতে বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিউজিল্যান্ড ছাড়তে চাইছি। জয়ের মধ্যে থাকাটা সবসময় দারুণ বিষয়। তাই জয়ের মোমেন্টাম নিয়ে দেশে ফিরতে পারলে ভাল লাগবে। যখন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামব, এই মোমেন্টামটা কাজে লাগবে। বিশ্বকাপের আগে একদিনের ফরম্যাটে প্রস্তুতি প্রসঙ্গে শিখর বলেন, আমরা বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ওয়ান ডে ক্রিকেট খেলছি। তাই কয়েকটা টি-২০ খেলতে পারা ইতিবাচক লক্ষণ। দিনের শেষে আমরাও তো মানুষ। শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে লম্বা ম্যাচ খেললে। তাই একটু বিশ্রাম পাওয়া গেলে ভালই লাগে। শেষে তরুণ ঋষভ পন্থের দলে ফেরা নিয়ে ধাওয়ান বলেন, ও অত্যন্ত আগ্রাসী ব্যাটসম্যান। জাতীয় দলের মূল্যবান সম্পদ। খুব কম সময়েই বিপক্ষের কাছ থেকে ম্যাচ দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আশা করি এই সুযোগটা ও কাজে লাগাবে।

বিশ্রাম পেতে পারেন রোহিত-ধাওয়ান

ওয়েলিংটন, ৫ ফেব্রুয়ারি: বিশ্বকাপের টিম মোটামুটি ঠিক হয়েই গিয়েছে। শুধু দু-একটা জায়গা একটু দেখে চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট। সঙ্গে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে কেএকজন ক্রিকেটারকে বিশ্রাম দেওয়ার ভাবনাও রয়েছে। সেই তালিকায় দুই ওপেনার শিখর ধাওয়ান ও রোহিত শর্মা রয়েছেন। রয়েছেন মহম্মদ শামিও। নিউজিল্যান্ডে একদিনের সিরিজ জেতার পর সেকথা বলেও রাখলেন রবি শাস্ত্রী। এক সাক্ষাৎকারে শাস্ত্রী বলেছেন, আমরা দু-একটা জায়গা একটু দেখে নিতে চাইছি। মোটামুটি টিম হয়েই গিয়েছে। বিশ্বকাপের আগে আমাদের যে পাঁচটা ওয়ান ডে রয়েছে, সেখানে কোনওভাবেই হারা চলবে না। প্রত্যেককে সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। মহম্মদ শামির লম্বা মরশুম গিয়েছে। ওর বিশ্রাম দরকার। শিখর আর রোহিতেরও তাই। টানা খেলে আসছে। ওদের দুজনকেও ব্রেক দেওয়া হবে। রোহিত ও শিখরের জায়গাকে কে আসবে সেটাই এখন প্রশ্ন! যা শোনা যাচ্ছে, তাতে লোকেশ রাহুল আর অজিঙ্কা রাহানের নাম উঠে আসছে। রাহুল মাঝে বিতর্কে জড়িয়ে টিম থেকে বাদ পড়েছিলেন। এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার সফরের পরে রাহানেকে আর টিমে দেখা যায়নি। এই সিরিজে দু'জনকেই দেখে নেওয়া হতে পারে। এমনিতে বিশ্বকাপে ওপেনিং নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। রোহিত ও ধাওয়ান খেলবেন। ভারতীয় টিমও এখন তৃতীয় ওপেনারের খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে দীনেশ কার্তিকের নামও রয়েছে। এই সিরিজে কার্তিক মিডিল অর্ডারে খেললেও ওপেনার হিসাবে দেখে নিতে চাইছে তাঁকে। ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কার্তিক যদি ওপেন করতে নামে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

কঠিন পরীক্ষার মুখে কেরালা

বেঙ্গালুরু, ৫ ফেব্রুয়ারি: কিছু সময়ের বিশ্রামের পর আবার শুরু হচ্ছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। আজ ঘরের মাঠে শ্রী কান্তিভারা স্টেডিয়ামে বেঙ্গালুরু এফসি খেলতে নামছে লিগ টেবিলের নীচের দিকে থাকা দল কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে। ১৩ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট সংগ্রহ করে আইএসএল টেবিলে শীর্ষে রয়েছে বেঙ্গালুরু। অন্যদিকে ১৪ ম্যাচে মাত্র ১০ পয়েন্ট সংগ্রহ করে নবম স্থানে রয়েছে কেরালা। কেরালা ম্যাচের আগে সুনীল ছেত্রীর দলে ফিরেছে তারকা ফুটবলার মিকু। এছাড়া দলের নতুন সদস্য মিডফিল্ডার এবং উইঙ্গার লুসিয়া ভিলা দলের শক্তি বাড়িয়েছে। অন্যদিকে, পরপর ম্যাচের হারের ধাক্কা কাটিয়ে বেঙ্গালুরু ম্যাচে জয়ের সরণিতে ফেরাই লক্ষ্য নেলো ভিনগাদার দলের। বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে ভিনগাদা জানিয়েছেন,'আমরা আগের ম্যাচগুলোতে অনেক ভুল করেছিলাম। সেই ভুল শুধরে নিয়ে বেঙ্গালুরু ম্যাচে ভাল খেলাই লক্ষ্য আমাদের। ম্যাচ জিতে আমরা আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে চাইছি।'

ভিভ এবং ইমরানের সঙ্গে বিরাটকে তুলনা শাস্ত্রীর

ওয়েলিংটন, ৫ ফেব্রুয়ারি: কোহলির প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁকে কিবলন্তি ক্রিকেটার স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস এবং পাকিস্তানের কিবলন্তি তথা প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে তুলনা করলেন ভারতের কোচ রবি শাস্ত্রী। শাস্ত্রীকে বিরাটের অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,'আমার মনে হয়, আমরা খুব ভাগ্যবান বিরাট কোহলির মতো একজন অধিনায়ককে পেয়েছি। বিরাট আমাকে ইমরান খানের কথা মনে করিয়ে দেয়। ও যেভাবে দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়, নিজেকে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সব সময় এগিয়ে থেকে নেতৃত্ব দিতে পছন্দ করে বিরাট।' তবে শুধু ইমরানের সঙ্গে নয়, উইন্ডিজের কিবলন্তি ক্রিকেটার স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডসের সঙ্গেও শাস্ত্রী বিরাটের তুলনা করেছেন। তিনি বলেন,'ওঁনার সঙ্গে যদি কারও তুলনা করতে হয়, তা হলে অবশ্যই সেটা কোহলি। ওর আগ্রাসন এবং পরিশ্রমী মানসিকতা আর কারোও মধ্যে নেই। তাছাড়া ওর শৃঙ্খলা, অনুশীলন, দলের জন্য আত্মত্যাগ এককথায় অতুলনীয়।'

এবারেও শহরে পিঙ্কাথনে দৌড়বে প্রমীলাবাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার: আগামী ৩১ মার্চ শহরে রেজার্স ময়দান থেকে আরও একবার রাজপথে দৌড়বেন সব বয়সের মহিলারা। তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে বাজাজ ইলেকট্রিক্যাল পিঙ্কাথন কলকাতা ২০১৯। কালারসের পক্ষ থেকে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরেও দৌড়বেন পাঁচ হাজারেরও বেশি মহিলা। চারটি ক্যাটাগরিতে এই প্রতিযোগিতা ভাগ করা হয়েছে। মূলত ক্যান্সার রোগীদের লড়াইয়ের উদ্দেশে অভিনেতা মিলেন্দ সোমান প্রতিযোগীদের সাহস জোগানো ও সব ধরনের মহিলাদের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। তিন, পাঁচ, দশ এবং একুশ কিলোমিটারের এই প্রতিযোগিতা হবে। ৩১ মার্চ রবিবারের সকালে শহর পিঙ্ক কালারে ভোরে যাবে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের সব বয়সের মহিলারা অনলাইন সাঙ্গেডি। সারা বিশ্বের ১০টি রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এই দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রত্যেকের জন্য পৃথক শংসাপত্র এবং উপযুক্ত পরিষেবা দেওয়া হবে বলে জানান পিঙ্কাথনের কো-ফাউন্ডার রিমা কলকাতা শহর সেদিক দিয়ে পড়েছে পিঙ্কাথনের আসর। আনেকটাই এগিয়ে।

প্রকাশকপার্থ কুণ্ডু কর্তৃক যাদুভিটা, পোস্টঅফিস-চম্পাসাড়ি, পি.এস-প্রধাননগর, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস যাদুভিটা, পোস্টঅফিস-চম্পাসাড়ি, পি.এস-প্রধাননগর, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী: আশিস্ লাহা ● মুখ্যসম্পাদক: কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক: আশিস্ লাহা